Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

13th March
2017
Special Issue

Vol : V Issue :XII,13th March, 2017 ফাল্গুন,১৪২৩,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

ডাঃ হেনরি নর্মান বেথুন - এর ১২৭তম জন্মবার্ষিকী

এবং

বেথুন ইন্সটিটিউট - এর দ্বাদশ প্রতিষ্ঠা দিবস

উপলক্ষে

স্মারক সংখ্যা

ডাঃ হেনরি নর্মান বেথুন
(১৮৯০ - ১৯৩৯)

— ঃঃ সূচীপত্র ঃঃ—

১।	দ্বাদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সভাপতির বক্তব্য	— পেলব মুখার্জী
২।	সম্পাদকের কলমে	
৩।	ডাঃ নর্মাণ বেথুনের ডায়েরী থেকে	— কল্যাণ চৌধুরী
৪।	বার্ধক্যের ব্যাধি ..... উন্নততর চেতনা	— প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিমল চ্যাটার্জী
৫।	জি.পি.-দের উপর নির্ভর করুন	— ডাঃ মৃগেন্দ্র গাঁতাইত
৬।	আমার দুঃখিনী বর্ণমালা	— গৌতম রায় চৌধুরী
৭।	একুশের সংলাপ	— জীবনচন্দ্র সাহা রায়
৮।	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এবং রফিকুল ইসলাম	— অশোক রঞ্জন ধর
৯।	বনভোজন	— ছায়া মুখার্জী
১০।	চার দিকপাল	— উৎপলেন্দু সেনগুপ্ত
১১।	স্বাস্থ্য পরিসেবার সেকাল - একাল	— রমাপ্রসন্ন দত্ত
১২।	হৃদয়স্পর্শী পিকনিক	— প্রশান্ত কুমার ধর
১৩।	পিকনিক সম্পর্কে রিপোর্ট	— স্নেহাংশু চাকদার
১৪।	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানের রিপোর্ট	— স্নেহাংশু চাকদার

প্রকাশিত লেখা লেখকের নিজস্ব অভিমত,
এর জন্য সম্পাদক বা সংস্থা দায়ী নয়।

—ঃঃ দ্বাদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে সভাপতির বক্তব্য ঃঃ—

পেলব মুখার্জী।

আরো একটা বছর অতিক্রম করে বেথুন ইন্সটিটিউট এগিয়ে চলেছে। ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে আর থেমে থাকতে দেখা যায়নি। বাঁশদ্রোণীতে নূতন ইউনিট গঠন করে তার চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন আর তার পর ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক গঠন করে চিকিৎসার ব্যবস্থা। ফিজিওথেরাপি ইউনিট চালু করার পর নতুন পরিকল্পনা অনুসারে এবার গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলছে X-Ray Unit সহ Pathological Unit এর ব্যবস্থা করার। এছাড়াও গত বছর থেকে সম্মাননা জানানোর কাজও বৃদ্ধি পেয়েছে। বৃদ্ধি পেয়েছে আলোচনার অংশগ্রহণও। চেষ্টা করা হচ্ছে আকুপাংচার করার ব্যবস্থা করার। এবার নূতন করে পূর্নগঠন করা হয়েছে গ্রন্থাগারটিও আনোয়ার শাহ্ রোডের দোতলায় নিজস্ব অফিসে।

রেকর্ড থেকে দেখা যায় মোট সদস্য সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১২৭৫ জন। এবছর নতুন সদস্য হয়েছেন ৭৩জন। চিকিৎসাকেন্দ্রেও রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। এবছর সম্মাননা জানানো হয়েছে মোট ১২১ জনকে। আলোচনা সভাগুলিতে উপস্থিতির হারও অনেক বেড়েছে। এই সমস্ত রেকর্ড থেকেই বোঝা যাচ্ছে আমরা এগোচ্ছি।

খবরে প্রকাশ পাচ্ছে বিভিন্ন নৈরাজ্যর কথা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য বিশেষ করে কাঁচা শাকসবজি, মাছ বিক্রি নিয়ে নানা বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশতি হচ্ছে। নিত্যনূতনভাবে আমাদের চেষ্টা করতে হবে এসবের বিরুদ্ধে সত্য ঘটনা তুলে ধরে আসল খবর জানার। তার জন্য আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা নিয়মিতভাবে। আমাদের লক্ষ্য ছিল মাসে ১টি করে এইরকম আলোচনা সভার ব্যবস্থা করার, কিন্তু তা করে উঠতে পারিনি। তাই ঠিক হয়েছে আগামী ১৪ই মার্চ তারিখে ডাঃ নর্মান বেথুনের জন্ম দিন ও সংস্থার প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আহুত সভায় 'বিমল চ্যাটার্জী' সভাগৃহ সংলগ্ন স্থানে নবপর্যায়ে গ্রন্থাগার উদ্বোধন করা হবে এবং আগামী ২২শে মার্চ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিমল চ্যাটার্জী ও হরিদাস মালাকার স্মরণে যে স্মারক বক্তৃতা হবার কথা সেখানে বর্তমানে চিকিৎসা বিভ্রাম ও খাদ্য সমস্যা নিয়ে একটি আলোচনার ব্যবস্থা করা তাতে ডাঃ ফুয়াদ হালিম বক্তব্য রাখবেন। আপনাদের সকলে যাতে উক্ত সভাতে উপস্থিত হন সেজন্য আবেদন করছি।

আমাদের উপর কাজের চাপ রয়েছে তা সত্ত্বেও যেভাবে অল্প লোক নিয়ে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে তাতে নানা অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। এব্যাপারে আপনারা যারা রয়েছেন এ নানাবিধ কাজের মধ্যে আপনাদের সকলকে অংশগ্রহণ করার জন্য আবেদন করছি।

১২বছর অতিক্রম করার পর আজ মহান ডাঃ নর্মান বেথুনের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ বেথুন ইন্সটিটিউটের অগ্রগতি অব্যাহত আছে এবং থাকবেও বলে আমাদের বিশ্বাস। আপনাদের সকলকে এই পুর্নলগ্নে অভিনন্দন জানাই। আমরা নিশ্চিত যে আপনারা বয়স্ক হলেও যে স্বাক্ষর রেখে যাচ্ছেন তা এক কথায় অতুলনীয়। আশাকরি সবাই সুস্থ থাকবেন, ভাল থাকবেন এই শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি।

—ঃঃ ডাক্তার নর্মাণ বেথুন এর ডায়েরীর কয়েকটা দিন ঃঃ—

কল্যাণ চৌধুরী লিখিত

মহাচীনের পথিক থেকে সংগৃহীত পৃষ্ঠা - ২৯৫ - ২৯৭

উষ্ণ বাতাস বহন করে (১৯৩৯ সাল) মার্চ মাস এল, মনে করিয়ে দিল বসন্তের দিনগুলোর কথা, নর্মানের জন্মদিন, আরো যুদ্ধ।

বছরের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত মধ্য হোপেই এর সামরিক এলাকার ছটা সাব-ডিস্ট্রিক্টের সব কটা ঘাঁটি হাসপাতাল ঘুরে ঘুরে দেখলেন নর্মাণ। গোটা ফেব্রুয়ারী মাসে পশ্চিম হোপেই এর পার্বত্য এলাকায় তাঁকে চারশো মাইল ঘুরতে হয়েছে, সেখান থেকে এসেছিলেন মধ্য হোপেই এর সমভূমি অঞ্চল। বর্তমানে এ অঞ্চলের বিভিন্ন হাসপাতালে ও গ্রামে দু হাজারের ওপর যুদ্ধাহত সৈনিক ছড়িয়ে আছে, এক একটি গ্রামে পঞ্চাশ থেকে দুশোর মতো।

১ মার্চ তিনি তাঁর ডায়েরীতে লিখছেন;

উনিশ থেকে বাইশজন 'ডাক্তার' নিয়ে হাসপাতালে 'স্টাফ', এদের মধ্যে একজনও কলেজে কিংবা মেডিক্যাল স্কুলে পড়ে নি, কোনো আধুনিক হাসপাতালেও কাজ করে নি। নার্সরা সব চোদ্দো থেকে আঠারো বছরের গ্রামের কৃষক পরিবারের ছেলে। তবে এরাই হচ্ছে খাঁটি মানুষ, এদের দিয়েই ভাল ভাল কাজ করিয়ে নিতে হবে। এরা সব সময় শিখতে চায়, নিজেদের ত্রুটিগুলো শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করে। সব সময় এরা অন্যের কাছ থেকে নিজেদের কাজের সমালোচনা শুনতে চায়। যদিও মাঝে মাঝে আমি এদের অক্ষমতা ও ডাক্তারি শাস্ত্রের প্রতি অজ্ঞতা দেখে রেগে যাই তবুও এদের সারল্য, এদের শেখার ব্যাগ্রতা, সত্যিকারের সহযোগী মানসিকতা ও স্বার্থহীনতা দেখে নিজেকে সামলে নিই ...

২ মার্চের ডায়েরী ...

জাতীয় সরকারের প্রতি আমাদের সন্দেহ সত্যি বলে প্রমাণিত হচ্ছে। এর পতন আর চুং কিং-এ নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাজনৈতিক অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে। বস্তুত এখানে ছাড়া বাকি চীনে একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চলছে ...

৩ মার্চ জাপানিরা হঠাৎ হো চিয়েন এর কাছে একটা জায়গা আক্রমণ করে বসল। নর্মান তখন সেখানে কাজ করছিলেন। সন্ধ্যা থেকে রাত পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে সেখানে যুদ্ধাহতদের নিয়ে আসা হচ্ছিল। পরের দিন বিকেল বেলা ঘুম ভাঙতেই নর্মানের মনে পড়ে গেল আজ তাঁর জন্মদিন।

৪ মার্চের ডায়েরী ....

আজ আমার ৩৯তম জন্মদিন। রণক্ষেত্রের সব থেকে গর্বিত প্রবীণতম যোদ্ধা। দিনটা আমি বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দিলাম। গতকাল সন্ধ্যা সাতটায় অপারেশন করতে আরম্ভ করি, সারারাত অপারেশন করে আজ সকাল ছ'টায় গিয়ে বিছানায় আশ্রয় নিই। চল্লিশজন গুরুতরভাবে আহত সৈনিকের মধ্যে উনিশজনকে আমরা অপারেশন করি। প্রথমে জখম যাদের অপেক্ষাকৃত কম তাদের শরীরে ব্যান্ডেজ করি তারপর অপারেশনের কেসগুলো হাতে নিই। তিনজনের মাথায় আঘাত লেগেছিল, তাদের করোটি ফুটো করে অপারেশন করতে হয়েছে' দুজনের উরু কেটে বাদ দিতে হয়েছে, পেটের ভেতরে গুলিবিদ্ধ ক্ষুদ্রান্ত্রে অপারেশন করতে হয়েছে দুজনের, জনা ছয়েকের হাত পা সাংঘাতিকভাবে জখম হয়েছে — বাকি কয়েকটা ছোট ছোট অপারেশন। দুজন জাপানিকে আমি অপারেশন করেছি। এরকম অনেক সময়ই ধৃত জাপানিদের আমরা আমাদের আহত সৈনিকের মতো একইভাবে চিকিৎসা করেছি। একটা ঘাঁটি হাসপাতালে দুজন জাপানির সঙ্গে আমি একটা ছবিও তুলেছিলাম। ছবিসুদ্ধ কিভাবে আমরা ওদের যত্ন করেছি তার বিবরণ দিয়ে ওরা জাপানে ওদের আত্মীয়স্বজনের কাছে চিঠি দিয়েছিল।

শত্রু বাহিনীকে আমরা পরাস্ত করেছিলাম। রণক্ষেত্রে ওরা পঞ্চাশটি মৃতদেহ ফেলে রেখে গিয়েছিল। ওদের কাছে চল্লিশটা রাইফেল পেয়েছিলাম আমরা। আমাদের তরফে চল্লিশজন মারা গিয়েছিল। এক-একটি জীবনের বিনিময়ে এক একটি রাইফেল। এইভাবেই আমরা আমাদের অস্ত্র সংগ্রহ করতাম ...

Vol: V Issue : XII, 13th March. 2017 (Special Issue)PRABINBARTA RNI NO. WBBEN / 2012/ 46375

—ঃঃ বার্ধ্যক্যের ব্যাধি যন্ত্রণা উপশমের জন্য চাই উন্নততর ঃঃ— চিকিৎসা ব্যবস্থা, চাই উন্নততর চেতনা

বিমল চ্যাটার্জী
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি

ভাবতে কষ্ট হয়, একজন মানুষ সমগ্র জীবনকাল অতিক্রম করে যখন প্রবীণত্ব পার হয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়, তার আয়ু যত দীর্ঘতর হতে থাকে, নানা রোগাক্লিষ্ট বার্ধক্য তখন সমগ্র শারীরিক অবস্থা ক্রমশ ক্ষতবিক্ষত হয়ে পুরোপুরি অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি দুর্বল আলগা হয়ে গিয়ে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ে। শারীরিক কষ্ট যন্ত্রণা একটা মানুষকে অধৈর্য্য, অস্থির, আত্মশ্লাঘা বিদীর্ন হয়ে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থায় সে উপনীত হয়। সে এক ভয়াবহ অবস্থা যা মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর। এই পরিস্থিতিতে সে তার একটা উন্নততর চেতনার জায়গা থেকে নিজেকে উপশমিত করতে পারে যতক্ষণ তার জীবন প্রদীপ নির্বাপিত না হয়। কাজেই চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির দ্বারা কেবল নতুন জীবন কালকে বাড়িয়ে দিয়েই আমরা আত্ম সন্তুষ্ট হতে পারি না। তার জন্য যেমন চাই উন্নততর চেতনা আর চাই চিকিৎসা ব্যবস্থাকে মানুষের বিনা ব্যায়ে ব্যবস্থাপনা না হওয়া পর্যন্ত ক্রমশ মানুষের আর্থিক সামর্থের মধ্যে নিয়ে আসা।

অণু-পরিবার মানুষকে তার ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থের মধ্যে ক্রমশঃ আবদ্ধ করে ফেলেছে, সে তার স্ত্রী বা সন্তানকে কেন্দ্র করেই ভাবে, সেখানে পিতা মাতা বা একান্ত আপনজনদের কাছ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং কেবলমাত্র নিজেদের ভোগ আরামভোগী জীবনের দিকে ধাবিত হয়।

এই ভাবেই সে এগিয়ে চলে পারিবারিক জীবন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি কেন্দ্রীক জীবন যাপনে সামাজিক ভাবে এক নতুনরূপ দেখা দেয়। এই পারিবারিক এবং সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যেই সে উপনীত হয় প্রবীণত্বে এবং বার্ধক্যের প্রান্তে। তার সায়াহ্নে গিয়ে ইচ্ছা অনিচ্ছায় সেই জীবন প্রান্তে যেখানে তার শারীরিক দুঃখ, দুর্দশা যন্ত্রণা এক অতি কষ্টকর পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে টেনে নিয়ে আসে। এই অবস্থায় থেমে থাকলে চলবে না, তাকে একটা নতুন চিন্তা চেতনায় উন্নত করে এই অবস্থা থেকে নিষ্কৃতির রাস্তা খুঁজতে হবে।

শিল্প সভ্যতার বিকাশের এই স্তরে আর্থিক, পারিবারিক, সামাজিক ব্যবস্থাকে একটা নতুন সংস্কৃতির অভিমুখেই পরিচালনার জন্য নিজেদের তৈরী করতে হবে। কাজটা খুব দুরুহ। এই সমস্ত ব্যবস্থার আবর্তে যেমন ধনী, দরিদ্র, শহর, গ্রাম সর্বক্ষেত্রেই কম বেশী সমস্যা একই। সূর্যালোক যেমন সর্বত্রই সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে অন্ধকারও তেমনি সর্বত্রই তমশায় ডুবিয়ে দেয়, কাজেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বর্তমানে যে পরিবর্তনের হাওয়া তা পরিবর্তন করতে গেলেও পরিবার সমাজ ও দেশের সামনে নতুন আন্দোলনের সূচনা করা দরকার।

শোষণ, বঞ্চনার মুক্তির আন্দোলনের সঙ্গে মানুষের উন্নত জীবন ধারার অর্জনের সংগ্রামও ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত। বয়স্করা কোন শ্রেণী নন, তবে সমাজে শ্রেণী আন্দোলনে অগ্রগতির সঙ্গে বৃদ্ধদের স্বার্থ যুক্ত হয়ে আছে। বার্ধক্য একটা বয়সের সমস্যা। সমাজে জন্ম মৃত্যুর হার যেমন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, তেমনি এই সমাজের বৃদ্ধদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। সমগ্র সমাজে জনসমষ্টির আনুপাতিক বিচারে বৃদ্ধদের সংখ্যা এবং সমস্যা ক্রমবর্ধমান। অচিরেই একটা সময় আসছে বৃদ্ধরা যখন সামগ্রিক জনসমষ্টির এক পঞ্চমাংশে পরিণত হবে। সমাজের অপরাপর অংশ শৈশব, কৈশোর উত্তীর্ন হয়ে যৌবন কালে পদাপর্ন করবে তখন দেখা যাবে এই অংশ হবে আনুমানিক ৩০ শতাংশ। যৌবনকাল উত্তীর্ন হয়ে প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্তির আগ পর্যন্ত সংখ্যা হবে আনুমানিক ২৫ শতাংশ। প্রৌঢ়ত্ব থেকে প্রবীণত্ব প্রাপ্তির সংখ্যা হবে আনুমানিক ২৫ শতাংশ। প্রবীণত্ব ঊর্দ্ধ বৃদ্ধদের সংখ্যা হবে আনুমানিক ২০ শতাংশ।

কাজেই উন্নততর সমাজ এবং উন্নততর সভ্যতা আয়ত্ব করার জন্য বর্তমান অর্থনৈতিক, সামাজিক ব্যবস্থাকেও ভেঙে সাজানো দরকার। এই কাজ রাতারাতি সম্পন্ন হবে না। তার জন্য নিরন্তন যে সংগ্রাম চলছে তাকে আরো উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে। যেখানে মানুষ সামাজিক ভাবে উন্নততর চেতনা উন্নততর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং আর্থিক ব্যবস্থা আয়ত্ব করতে পারবে তখনই কেবলমাত্র মানুষ উন্নততর চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং তার বার্ধক্যজনিত ব্যাধি যন্ত্রণার উপশম করতে পারবে। এটা কেবলমাত্র কোন ব্যক্তির সমস্যা নয় এটা সমগ্রভাবে একটা সামাজিক সমস্যা। তাই মহান মানব দরদী ডাঃ নর্মান বেথুনের নামে বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিক্স রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছেই এই আহ্বান রেখেই বেথুন ইন্সটিটিউট এই আশা নিয়ে তার যাত্রা পথে সকলের সাহায্য সহযোগিতা এবং সংগ্রামে সকলকে সামিল করতে চায়।

পুর্নমুদ্রিত